দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ · কলাম ... ৩......

আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচি

নিরক্ষর মুক্ত করার প্রশংসিত বেসরকারি উদ্যোগ

॥ মাহফুজ উদ্দিন খান ॥

দর্শনা, ৯ই জানুয়ারি।– কোনরূপ সরকারি সাহায্য ছাড়াই সদিচ্ছা এবং বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সফলতা আনতে পারে এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' সমন্বিত কর্মসূচী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' নামে একটি বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচী হাঁটি হাঁটি পায়ে সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে।

'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' সমন্বিত কর্মসূচির মধ্যে আছে নিরক্ষতা দূরীকরণসহ কর্মোপযোগী শিক্ষাক্রম, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান বিস্তৃতি, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ। এ ছাড়াও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পও অঙ্গীভূত থাকছে এই আলোকিত চুয়াডাঙ্গায়। সীমান্ত জনপদ চুয়াডাঙ্গা জেলার নিরক্ষর মহিলা–পুরুষের সংখ্যা সোয়া দু'লাখ। এই নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোয় এবং উন্নয়নের পথে পরিচালনার দীপ্ত মানসে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম এই আন্দোলনের রূপকার।

জেলার সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় আলোকিত চুয়াডাঙ্গাকে একটি বিধিবদ্ধ সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত এবং গৃহীত হয় একটি গঠনতন্ত্র। এই ধারাবাহিকতায় নিবন্ধিত হয় 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা'।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক গত ৯ই জুলাই 'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

জেলার ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সের প্রতিটি নিরক্ষর নারী–পুরুষকে লেখাপড়া শেখানোর গণশিক্ষা আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলার ৪টি থানাসহ ৩টি পৌর এলাকায় মোট ১ হাজার ৭১৯টি গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৯টি পুরুষ এবং ৬শ' ৭০টি মহিলা কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন করে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে।

জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম অফিসশেষে বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নিরক্ষরদের উৎসাহ যোগান। সকল শ্রমজীবী নিরক্ষরকে কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এমনভাবে যাতে সে দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে আড়াই ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৫ দিন সময় ব্যয় করতে পারে।

জেলা প্রশাসক জানান, আগামী এপ্রিল '৯৬–এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩১ হাজার ৪৭০ জন পুরুষ এবং ২০ হাজার ১শ' জন মহিলাসহ মোট ৫১ হাজার ৫৭০ জন শিক্ষার্থী নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। এরপর দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষাদান কর্মসূচি শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে এভাবে জেলার ১ লাখ ১ হাজার ৫৯৯ জন পুরুষ এবং ১ লাখ ১৯ হাজার ২৯ জন মহিলাসহ মোট ২ লাখ ২০ ৬২৮ জন নারী–পুরুষকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই ৩৬ জন মাষ্টার ট্রেনার, ১১৯ জন সুপারভাইজার এবং ১ হাজার ১৬০ জন কেন্দ্র শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক–সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মী, শিক্ষকসহ সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের কালেক্টরেট ভবনে গণশিক্ষা কার্যক্রম মনিটারিং সেল খোলা হয়েছে। এ সেলে সার্বক্ষণিকভাবে একজন ম্যাজিস্ট্রেট গণশিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম তদারকি করছেন।

'আলোকিত চুয়াডাঙ্গা' কর্মসূচির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক চেতনা–১, শিক্ষক সহায়িকা ও ফ্লিপ চার্ট ছাড়া আর কোন সরকারি সাহায্য এ যাবৎ পাওয়া যায়নি।

এ কর্মসূচি অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র স্থানীয় সম্পদে পরিচালনা দুরূহ হবে। এই বিবেচনায় গত ৯ই নভেম্বর সমগ্র চুয়াডাঙ্গা জেলাকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়ে একটি প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে, যা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে বলে জেলা প্রশাসক জানান।

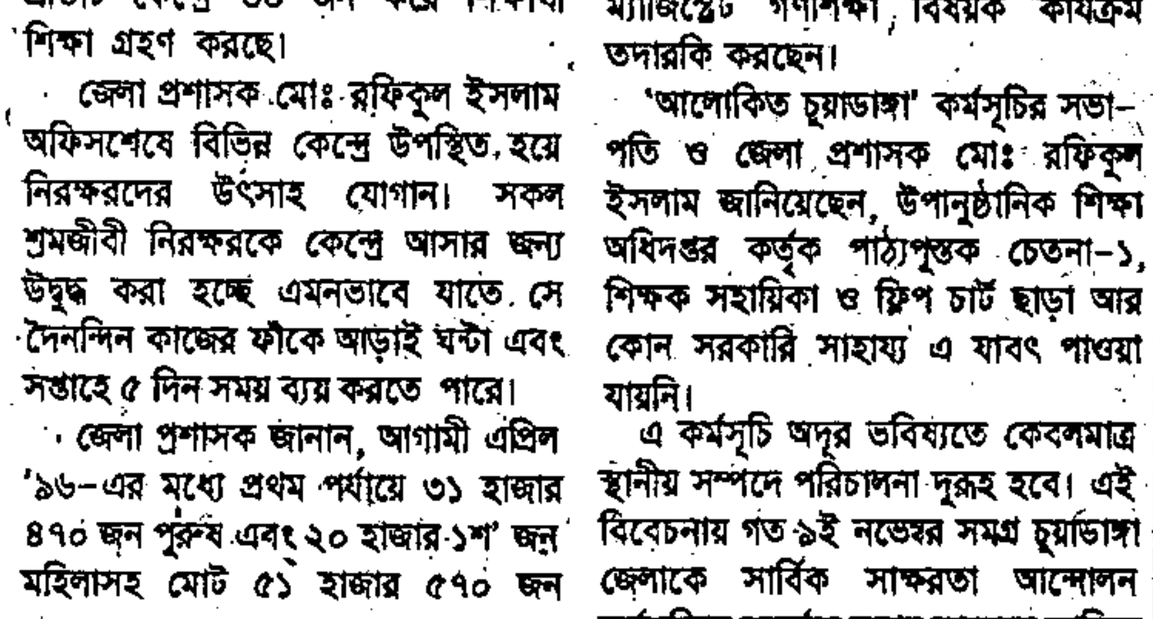

দর্শনা : আলোকিত চুয়াডাঙ্গা কর্মসূচির একটি গণশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাদান চলছে।
–সংবাদ